বিশ্বভারতী
VISVA-BHARATI

সেবা শাখা

কর্ম্মিমণ্ডলী : শান্তিনিকেতন

আনন্দবাজার-২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ০২ রা অক্টোবর, ২০২৪ (বুধবার) গৌরপ্রাঙ্গন, শান্তিনিকেতনে বার্ষিক আনন্দবাজার অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী ও অধ্যাপকদের মধ্যে যারা প্রদর্শনী, অভিনয়, দোকান ইত্যাদি করতে ইচ্ছুক, আগামী ২৫/০৯/২০২৪ (বুধবার) বিকেল ০৫.০০ টার মধ্যে, যথাযথভাবে পূরন করা আবেদনপত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে জমা দিতে অনুরোধ জানাই। নিয়মাবলী ও আবেদনপত্র সংযোজন করা হ'ল (আবেদনপত্রের প্রতিলিপি গৃহীত হবে)। উল্লেখ্য, দোকান বন্টনের ক্ষেত্রে সেবাশাখার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১) শ্রী যতীন্দ্রনাথ সাহা, শমীন্দ্র শিশু পাঠাগার , পাঠভবন

২) ড. গৌতম সাহা, শিক্ষাসত্র

৩) শ্রী বাপি দাস, যন্ত্রবিদ বিভাগ, শ্রীনিকেতন

৪) অধ্যাপিকা সুদিপ্তা দাস, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, শিক্ষাভবন

৫) শ্রী বিশ্বজিৎ মজুমদার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

৬) শ্রীমতী অর্পিতা চ্যাটার্জী, পি.এস.বি. লাইব্রেরী

দেবলীনা দালাল যতীন্দ্রনাথ সাহা, ভ্রমর ভাণ্ডারী

তারিখ: ০৫/০৯/২০২৪

(শ্রীমতি দেবলীনা দালাল) (শ্রী যতীন্দ্রনাথ সাহা) (শ্রী ভ্রমর ভাণ্ডারী)
যুগ্ম – সম্পাদক
সেবাশাখা , কর্ম্মিমণ্ডলী

বিশ্বভারতী

VISVA-BHARATI

সেবা শাখা

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

আনন্দবাজার-২০২৪

আবেদনপত্র

দোকানের নাম :	
ভবন/বিভাগের নাম :	
অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের/কর্মিদের নাম :	

আনন্দবাজারে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের/কর্মিদের অঙ্গীকার :

'প্রস্তাবিত দোকানে সর্বদা নজর দেওয়ার দায়িত্ব লইয়া আনন্দবাজার চলাকালীন উক্ত দোকানে উপস্থিত থাকিতে সম্মত হইলাম।' তৎসহ —

ক) আনন্দবাজারের সাধারণ নিয়মাবলী মানিয়া চলিব;

খ) আনন্দবাজারের আগেরদিন (০১/১০/২০২৪) গৌরপ্রাঙ্গণে কোনরূপ দোকানের কাঠামো নির্মান করিব না।

খ) দোকানে কোনোরূপ মাইক/টেপরেকর্ডার বাজাইব না;

গ) অবাঞ্ছিত/বিতর্কিত কোনপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র দোকানে প্রদর্শন করিব না;

ঘ) আয়-ব্যয়ের হিসাব সমেত লভ্যাংশ সেবা শাখার যুগ্ম-সম্পাদকের অথবা সেবা শাখার সদস্যগনের নিকট আনন্দবাজারের দিন/নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই জমা দিব।

দলপতির পূর্ণ স্বাক্ষর (মোবাইল নং সহ)

ভবন/বিভাগ :

ভারপ্রাপ্ত কর্মি/অধ্যাপকের সম্মতি ও পূর্ণ স্বাক্ষর
(মোবাইল নং ও মেল আই.ডি. সহ)

সংশ্লিষ্ট ভবনের অধ্যক্ষের অনুমতি স্বাক্ষর
(সিল সহ)

সেবাশাখা, কর্ম্মিমণ্ডলী

বিশ্বভারতী - শান্তিনিকেতন

আনন্দবাজার – ২০২৪

নিয়মাবলী

০১) আনন্দবাজারের আগের দিন (০১/১০/২০২৪), রাত্রিতে দোকান তৈরী সংক্রান্ত কোন রকম কাজকর্ম নিষিদ্ধ ও অবৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে, অন্যথায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হবে।
কেবলমাত্র আনন্দবাজারের দিন (০২/১০/২০২৪) সকাল ৬.৩০ থেকে দোকান তৈরির কাজ-কর্ম শুরু করা যাবে।

০২) আনন্দবাজারএকটি উৎসব কাজেই দোকানপাট, অভিনয়, প্রদর্শনী প্রভৃতি যা কিছুএর অন্তর্গত সে সবই উৎসবের অঙ্গ হিসাবে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর ও শোভন করে তুলতে হবে। সর্বত্রই উপোযোগী সুরুচি , সুশৃঙ্খল ও শিল্পবোধের পরিচয় থাকা চাই।

০৩) আনন্দবাজারের উদ্দেশ্য নির্মল আনন্দ ও সমবেত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক জগৎ সম্মন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদেরকিছুটা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করা। আর সেই সঙ্গে দরিদ্র সেবার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহকরা। এই আনন্দবাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি অঙ্গ।

০৪) আনন্দবাজার শিক্ষার অঙ্গ বলেই যারা এতে যোগ দেবেন তাদের সকলের সাধুতা, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

০৫) খাবারের দোকানগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থসম্মত সকল প্রকার ব্যবস্থার দৃষ্টান্তস্থল করে তুলতে হবে।

০৬) বাইরের দোকানের তৈরী খাবার আনন্দবাজারে বিক্রয় করা নিষেধ।

০৭) আমীষ জাতীয় খাবার আনন্দবাজারে বিক্রয় করা নিষেধ।

০৮) কমপক্ষে ৮(আট) জন ছাত্র-ছাত্রী মিলে দোকান করতে হবে। এদেরসঙ্গে বিশ্বভারতীর ১(এক) জন করে অধ্যাপক অথবা কর্মী প্রতিটি দোকানের ভারপ্রাপ্ত থাকবেন। দোকানে কাজ করার জন্য আবেদনপত্রে দলপতির নাম উল্লেখ করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্রে নিজ-নিজ বিভাগের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক/কর্মীর অনুমোদন থাকা আবশ্যিক। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক/কর্মীর কাছ থেকেই টাকা-পয়সা ও হিসাবপত্র বুঝে নেওয়া হবে।

০৯) এক ব্যক্তি একাধিক স্টলের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

১০) জিনিসপত্রের দাম যাতে অত্যধিক না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১১) দোকানের হিসাব ও মোট লাভের টাকা আনন্দবাজারের দিন, রাত্রি ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত এবং পরের দিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত পাঠভবন গ্রন্থাগারের (শমীন্দ্র শিশু পাঠাগার) সামনে অপেক্ষারত সম্পাদক, সেবা শাখার নিকট অবশ্যই জমা দিতে হবে।

১২) বিকেল ৪টে থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত দোকানগুলি খোলা থাকবে। দোকান খোলা ও বন্ধ করার ব্যাপারে সময়ানুবর্তিতা বিশেষ প্রয়োজন।

১৩) বিভিন্ন দোকানের মধ্যে সুরুচি, শৃঙ্খলা ও শিল্পবোধের প্রতিযোগিতা খুবই বাঞ্ছনীয়।

১৪) কোন দোকানেই মাইক/টেপরেকর্ডার/সিডিপ্লেয়ার ইত্যাদি বাজানো যাবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে একমাত্র কর্মী মন্ডলীর মঞ্চে রবীন্দ্র সঙ্গীত কিংবা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজানো যাবে।

১৫) আনন্দবাজাএর দিন গৌরপ্রাঙ্গন অঞ্চলে সাইকেল নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে সাইকেল রাখতে হবে।

১৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে আনন্দবাজার স্থগিত থাকবে।

দলপতির স্বাক্ষর

ভারপ্রাপ্তের স্বাক্ষর